কলকাতা হাইকোর্টে

(ফৌজদারি পুনর্বিবেচনামূলক এক্তিয়ার)

আপীল বিভাগ

উপস্থিতঃ

মাননীয় বিচারপতি শম্পা দত্ত (পল)

২০২০ সালের সি. আর. আর নং ৯৬৪

বিপ্লব রায় ও অন্যান্য

বনাম

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য ও এরেকজন

আবেদনকারীদের জন্য	: শ্রী দেবাশীষ রায়, শ্রী কৌশিক চ্যাটার্জি, শ্রী তীর্থঙ্কর দে।
রাজ্যের জন্য	: কেউ নেই
বিপরীত পক্ষে নং ২-র জন্য	: কেউ নেই
শুনানি শেষ হয়েছে	: ২৩.০৮.২০২৩
আদেশ	**: ২২.০৯.২০২৩**

<u>বিচারপতি, শম্পা দত্ত (পল):</u>

১. ভারতীয় দণ্ডবিধির ধারা ৪০৯/৪১৮/৪২০ ৪৬৭/৪৭১/১২০ B এবং তাতে গৃহীত সমস্ত আদেশের অধীনে কলকাতার মাননীয় অষ্টম মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট, আদালতে বিচারাধীন অভিযোগ মামলা নং সি. এস-১০৫৭৬৫/২০১৮-এর কার্যধারা বাতিল করার অনুরোধ জানিয়ে বর্তমান সংশোধনকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে।

২. আবেদনকারীর মামলাটি হল যে আবেদনকারী নং ১ ব্যাঙ্কের একজন প্রাক্তন কর্মচারী এবং বর্তমানে আইসিআইসিআই প্রুডেনশিয়াল অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোং লিমিটেড-এ লাভের জন্য কাজ করছেন। আবেদনকারী নং ২ কোম্পানি আইন ১৯৫৬-এর প্রাসঙ্গিক বিধানের অধীনে নিবন্ধিত একটি ব্যাঙ্কিং সংস্থা এবং আবেদনকারী নং ৩ থেকে ৭ সকলেই ব্যাঙ্কের আধিকারিক।

৩. বলা হয়েছে যে, ২০১০ সাল থেকে অভিযোগকারীর সঙ্গে ব্যাঙ্কের দীর্ঘদিনের সম্পর্ক ছিল। ২০১৫ সালে অভিযোগকারী ব্যাঙ্কের মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রার লেনদেন করার জন্য ব্যাঙ্কের কাছে গিয়েছিলেন।

৪. এরপর অভিযোগকারী ব্যাঙ্কের সঙ্গে একটি ফরওয়ার্ড কন্ট্রাক্ট ফেসিলিটি করেন। একটি ফরওয়ার্ড কন্ট্রাক্ট ফেসিলিটি-তে গ্রাহকরা ব্যাঙ্কের মাধ্যমে ফরেক্স কেনেন এবং এই ধরনের চুক্তির মেয়াদ হয় ৬ মাস বা ১ বছর।

৫. চুক্তির শুরুতে, ডলারের হার বাজার অনুযায়ী হার স্থির করা হয়।

৬. এটি আরও বলা হয়েছে যে ফরেক্স বাজারের ওঠানামা এবং ডলারের হার কমে গেলে গ্রাহক লাভের সাপেক্ষে। তারপর ব্যাঙ্ক পরিবর্তিত হার অনুযায়ী গ্রাহকের কাছে ডলার বিক্রি করে।

৭. কিন্তু যদি বৈদেশিক মুদ্রার হার বৃদ্ধি পায়, তাহলে গ্রাহককে চুক্তি চালিয়ে যাওয়ার জন্য পার্থক্য দিতে হবে। এই পরিস্থিতিতে গ্রাহককে স্থায়ী আমানতের আকারে ব্যাঙ্কের কাছে পর্যাপ্ত সুরক্ষা রাখতে হবে যার উপর ব্যাঙ্ক একটি লিয়েন তৈরি করে এবং অনুমোদনের মেয়াদ অনুযায়ী তা ফেরত দেয়।

৮. অভিযোগকারীর অনুরোধ অনুযায়ী, অ্যাকাউন্টের ক্রেডিট সীমা বাড়িয়ে ১০ কোটি টাকা করা হয়েছে। ২০১৬ সাল থেকে অভিযোগকারী এবং ব্যাঙ্কের মধ্যে অগণিত অগ্রিম চুক্তি সুবিধা চালু করা হয়েছে।

৯. প্রতিটি চুক্তি ১ বছরের জন্য বৈধ ছিল এবং ৭ শতাংশ পর্যন্ত মার্জিনের অর্থ স্থায়ী আমানতের আকারে জমা করতে হত। সংশোধিত অনুমোদনের মেয়াদে এই ধরনের মার্জিনের অর্থের সীমা বাড়িয়ে ৮ শতাংশ করা হয়েছিল যা যথাযথভাবে অভিযোগকারীকে জানানো হয়েছিল।

১০. ডলারের দাম ধীরে ধীরে বাড়ার সাথে সাথে মার্জিনের অর্থও লঙ্ঘিত হয় এবং চুক্তি চালিয়ে যাওয়ার জন্য মার্জিন অর্থ পুনরায় পূরণ করার অনুরোধ জানিয়ে বেশ কয়েকটি ইমেল যোগাযোগের মাধ্যমে ব্যাঙ্ক অভিযোগকারীকে বাজারের পরিস্থিতি জানায়।

১১. শেষ পর্যন্ত, মার্জিন মানি ৮০% পর্যন্ত ভেঙে যায় এবং অনুরোধ করা সত্ত্বেও অতিরিক্ত অর্থ প্রদান করা হয়নি। ফলে ব্যাংক বাধ্য হয়ে সব চুক্তি বন্ধ করে দেয় এবং লভ্যাংশের ক্ষতি মার্জিন মানি থেকে পূরণ করতে হয়, যা ১৫.০৫.২০১৮ তারিখে অভিযোগকারীকে যথাযথভাবে জানানো হয়েছিল।

১২. এটি বলা হয়েছে যে, ব্যাঙ্কের দ্বারা চুক্তিগুলি সঠিকভাবে বাতিল হওয়ার ৭ মাসেরও বেশি সময় পরে, অভিযোগকারী ব্যাঙ্ক এবং তার কর্মচারীদের বিরুদ্ধে বিবাদ নিষ্পত্তির জন্য ফৌজদারি আইন চালু করেছেন।

১৩. আবেদনকারীদের আইনজীবী **শ্রী দেবাশীষ রায়** বলেছেন যে ২০১০ সাল থেকে উভয় পক্ষের মধ্যে ক্রমাগত লেনদেন (ব্যাঙ্কিং) চলছিল। কয়েকটি লেনদেন নিয়ে বিরোধ দেখা দিয়েছে, তবে প্রতারণার অপরাধ গঠনের জন্য প্রয়োজনীয় উপাদানগুলির কোনওটিই তাৎক্ষণিক মামলায় উপস্থিত নেই।

১৪. চুক্তি অনুযায়ী অভিযোগকারীর দ্বারা মার্জিনের অর্থের আকারে রাখা স্থায়ী আমানত, যার উপর ব্যাঙ্ক অনুমোদনের শর্তাবলী অনুযায়ী মুক্তিপণের অধিকারের সঙ্গে একটি লিয়েন রেখেছিল, যদি তাৎক্ষণিক ক্ষেত্রে যেমন ডলারের হার বৃদ্ধির কারণে মার্জিনের অর্থ ৮০ শতাংশ পর্যন্ত লঙ্ঘন করা হয়। ব্যাঙ্ক অনুমোদনের শর্তাবলী অনুযায়ী কঠোরভাবে কাজ করেছে এবং কোনও পুরুষ অধিকারকে দায়ী করা যায় না।

১৫. ব্যাংকে রাখা অর্থ যা স্থায়ী আমানত হিসেবে বিনিয়োগ করা হয়েছিল, তা কখনো ফেরতযোগ্য নিরাপত্তা জমা ছিল না। এটি অনুমোদন পত্রের শর্ত অনুযায়ী মার্জিন মানি হিসেবে প্রদান করা হয়েছিল, যার ওপর ব্যাংক লিয়েনের অধিকার প্রয়োগ করেছিল। সুতরাং, ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪০৯ ধারা অনুসারে অপরাধ প্রতিষ্ঠিত হয়নি কারণ ব্যাংক স্থায়ী আমানতের ওপর লিয়েন প্রয়োগ করেছিল, তার মোচন, ইত্যাদি অনুমোদনের শর্ত অনুযায়ী হয়েছে এবং এটি কোনো অপরাধ গঠন করে না, তার চেয়েও কম জালিয়াতির অপরাধ গঠন করে।

১৬. আরও বলা হয়েছে যে ব্যাঙ্কের ম্যানেজিং ডিরেক্টর এবং কোম্পানি সেক্রেটারি হিসাবে আবেদনকারীদের অভিযোগকারীর সাথে ব্যক্তিগতভাবে আচরণ করার কোনও সুযোগ ছিল না। অভিযুক্ত অপরাধের ক্ষেত্রে তাদের সহযোগিতার জন্য আবেদনকারীদের কোনও নির্দিষ্ট প্রকাশ্য কাজকে দায়ী করা হয়নি।

১৭. চুক্তিগত বাধ্যবাধকতার কথিত লঙ্ঘনের ফলে যদি কোনও বিরোধ দেখা দেয় যা উপযুক্ত এক্তিয়ারযুক্ত দেওয়ানী আদালত দ্বারা বিচার করা যেতে পারে।

১৮. এটিও বলা হয়েছে যে ফৌজদারি কার্যবিধির ২০২ ধারার অধীনে পরিকল্পিত কোনও তদন্ত পরিচালিত হয়নি যা উভয় আবেদনকারী বিচার আদালতের এক্তিয়ারের বাইরে বসবাস করার জন্য বাধ্যতামূলক ছিল।

১৯. সুবিধার জন্য আবেদনকারীদের পক্ষ থেকে জমা দেওয়া লিখিত নোটে প্রদত্ত তারিখের একটি তালিকা এখানে পুনরুত্পাদন করা হয়েছেঃ-

<u>তারিখের তালিকা</u>

তারিখ	বিশেষ বিবরণ
১৮.০১.২০১০	বিপরীত পক্ষ ২০১০ সাল থেকে ব্যাংকের সাথে দীর্ঘস্থায়ী সম্পর্ক বজায় রেখেছে।
২২.১২.২০১৫	ক্রেডিট সুবিধা এবং ফরোয়ার্ড চুক্তি সুবিধার জন্য একটি অনুমোদন পত্র জারি করা হয়েছিল।
২৬.১০.২০১৭	ব্যাঙ্ক দ্বারা একটি সংশোধিত অনুমোদন পত্র জারি করা হয়েছিল এবং ক্রেডিট সীমাও বাড়ানো হয়েছিল।

০৫.০৩.২০১৮ থেকে ০৯.০৫.২০১৮	বৈদেশিক মুদ্রার হারের বাজারের ওঠানামা মূল্যায়ন করে এবং মার্জিন মানির জন্য টপ-আপ প্রদানের জন্য অনুরোধ করে বিপরীত পক্ষের সাথে ব্যাঙ্কের করা যোগাযোগ।
১৫.০৫.২০১৮	ফিক্সড ডিপোজিটের আকারে রাখা মার্জিন মানি ৪০% লঙ্ঘন হয়েছে, যার ফলে ব্যাঙ্ককে অনুমোদনের শর্তাবলী অনুসারে সমস্ত চুক্তি বাতিল করতে বাধ্য করা হয়েছে এবং অভিযোগকারীকে যথাযথভাবে জানানো হয়েছিল।
২১.১২.২০১৮	কলকাতার বিজ্ঞ চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে অভিযোগের আবেদন দায়ের করা হয়েছে

২০. অভিযোগকারীর দ্বারা আবেদনকারী ব্যাঙ্কের কাছে পাঠানো ২৫.০৪.২০১৮ তারিখের একটি চিঠিতে দেখা যায় যে অভিযোগকারী স্বীকার করেছেন যে স্থায়ী আমানতগুলি বৈদেশিক মুদ্রা চুক্তি করার জন্য ব্যাঙ্কের কাছে রাখা হয়েছিল এবং পক্ষগুলির মধ্যে সম্পর্ক বিগত বেশ কয়েক বছর ধরে রয়েছে।

২১. আবেদনকারীরা শীর্ষ আদালতের নিম্নলিখিত রায়গুলির উপর নির্ভর করেছেনঃ-

i) এস. কে. আলাঘ বনাম উত্তর প্রদেশ এবং অন্যান্য (২০০৮) ৫ এস. সি. সি ৬৬২-এ রিপোর্ট করা হয়েছে, আদালত বলেছেঃ-

যেখানে এটি সংক্ষিপ্তভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে ভারতীয় দণ্ডবিধির বিধানের অধীনে আসা মামলাগুলিতে অভিযুক্ত সংস্থার পরিচালক/কর্মকর্তাদের কাছে পরোক্ষ দায়বদ্ধতা স্থির করা যায় না [অনুচ্ছেদঃ ২০].

(ii) পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক ও অন্যান্য বনাম সুরেন্দ্র প্রসাদ সিনহা মামলায় ১৯৯৩ সালের সাপোর্ট (১) এস. সি. সি. ৪৯৯-এ, সুপ্রিম কোর্ট রায় দিয়েছেঃ-

চুক্তির পরিপ্রেক্ষিতে যে পদক্ষেপটি স্পষ্টভাবে বা অন্তর্নিহিতভাবে ৪০৫ ধারায় সংজ্ঞায়িত বিশ্বাসের ফৌজদারি লঙ্ঘনের একটি অস্বীকার এবং ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪০৯ ধারার অধীনে শাস্তিযোগ্য। এটি অসৎ বা অপব্যবহার নয়। ঋণের যথাযথ পরিশোধের জন্য ব্যাঙ্কের দ্বারা লেন-এ রাখা এফডিআর-এর মুক্তি ফৌজদারি অপরাধ হিসাবে বিবেচিত হয় না [অনুচ্ছেদ ৫ এবং ৬]।

(iii) দীপক গাবা ও অন্যান্য বনাম উত্তরপ্রদেশ রাজ্য এবং অন্যটি (২০২৩) ৩ এস. সি. সি ৪২৩-এ রিপোর্ট করা হয়েছে, আদালত বলেছেঃ-

যখন ব্যাঙ্ক চুক্তির পরিপ্রেক্ষিতে কাজ করেছে এবং এটি কোনও ফৌজদারি অপরাধ গঠন করে না, তখন অভিযুক্ত অপরাধগুলি অনেক কম।

(iv) পশ্চিমবঙ্গের এস. এস. বিনু বনাম রাজ্যে এবং আরেকটি ২০১৮ সালের এস. সি. সি অনলাইন ক্যাল ১৬৮৮১-এ রিপোর্ট করা হয়েছে, এটি অনুষ্ঠিত হয়েছেঃ-

ফৌজদারি কার্যবিধির ২০২ ধারার সংশোধিত বিধানের অধীনে তদন্ত প্রকৃতিগতভাবে বাধ্যতামূলক এবং এর অনুপালনা আদেশ জারি করার প্রক্রিয়াকে কলুষিত করে [অনুচ্ছেদঃ ১০৯]।

২২. পূর্ববর্তী অনুষ্ঠানে বিপরীত পক্ষের প্রতিনিধিত্ব করা সত্ত্বেও, শুনানির সময় ২ নং বিপরীত পক্ষের প্রতিনিধিত্ব করা হয়নি।

২৩. নথি থেকে, এটা স্পষ্ট যে অভিযোগকারী থাকেন বিচার আদালতের এক্তিয়ারের মধ্যে। আবেদনকারী নং ২ থেকে ৩ এছাড়াও বিচার আদালতের এক্তিয়ারের মধ্যে থাকে। আবেদনকারী নং ১ বর্তমানে ব্যাঙ্গালোরে বসবাস করছেন। কিন্তু অভিযুক্ত অপরাধের সময়, আবেদনকারী নং ১ আবেদনকারী নং ২-এর একজন কর্মকর্তা হওয়ায় বিচারিক আদালতের এক্তিয়ারের মধ্যে ছিল। সুতরাং ধারা ২০২ সিয়ার.পি.সি-এর সম্মতি এই ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।

২৪. আবেদনকারীদের বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট মামলাটি হল যে তারা ব্যাঙ্কের কর্মকর্তা, যারা অভিযুক্ত অপরাধগুলি করেছে।

২৫. এম. এন. ওঝা ও অন্যান্য বনাম অলোক কুমার শ্রীবাস্তব ও অন্যান্য মামলায়, ২০০৯ সালের ফৌজদারি আপিল নং ১৫৮২ (২০০৮ সালের এসএলপি (সিআরএলআই) নং ১৮৭৫ থেকে উদ্ভূত), ২১শে আগস্ট, ২০০৯ তারিখে সুপ্রিম কোর্ট রায় দেয়ঃ-

> "১৪. আমাদের বিবেচনাধীন মতে, বিদ্বান এস. ডি. জে. এম আবেদনকারীদের বিরুদ্ধে ফৌজদারি আইন চালু করেছিলেন, এমনকি প্রতিবাদী-অভিযোগকারীর দায়ের করা অভিযোগের অভিযোগ এবং বক্তব্যগুলিও পরীক্ষা না করেই। বিদ্বান এস. ডি. জে. এম যোগ্যতার ভিত্তিতে অভিযোগগুলি বিবেচনা না করেই মামলাটি গ্রহণ করেছিলেন। বিদ্বান এস. ডি. জে. এম অভিযোগটি সঠিকভাবে পর্যবেক্ষণ করলে তিনি বুঝতে পারতেন যে অভিযোগকারী নিজেই আসামী-অভিযোগকারী এবং অন্যদের বিরুদ্ধে ফৌজদারি বিশ্বাসঘাতকতা এবং অন্যান্য অপরাধের জন্য এফ. আই. আর দায়ের করার কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি যদি অভিযোগটি সঠিকভাবে দেখেন তবে তিনি অবশ্যই অভিযোগকারীকে উল্লিখিত এফ. আই. আর-এর অনুলিপি জমা দিতে বলতেন। অভিযোগকারীর পক্ষ থেকে আবেদনকারীদের কাছে জারি করা আইনি নোটিশের একটি অনুলিপি অভিযোগের সাথে দায়ের করা হয়েছিল এবং এসডিজেএম কর্তৃক প্রদত্ত আদেশে এটি সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছে। এসডিজেএম যদি উক্ত আইনি নোটিশটি পড়ে থাকেন, তবে তিনি বুঝতে পারতেন যে প্রধান ঋণগ্রহীতা ব্যাঙ্ককে উক্ত পরিমাণ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হলে অভিযোগকারী নিজেই তার গ্যারান্টি চুক্তি এবং অন্যান্য নথিগুলি নিঃশর্তভাবে পরিশোধ করতে সম্মত হওয়ার কথা স্বীকার করেছেন। এস. ডি. জে. এম যদি ঘটনার তথ্য ও পরিস্থিতি এবং ঘটনার ক্রম এবং অভিযোগের সাথে অভিযোগকারীর নিজের দায়ের করা নথিতে মন দিতেন, তবে অবশ্যই তিনি অভিযোগটি খারিজ করে দিতেন। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে অভিযোগটি ছিল

শুধুমাত্র একই লেনদেনের বিষয়ে অভিযোগ এবং অন্যদের বিরুদ্ধে ব্যাঙ্কের দায়ের করা এফআইআরের পাল্টা বিস্ফোরণ। পেপস্ট ফুডস লিমিটেড এবং আনার বনাম স্পেশাল জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট এবং অন্যান্যদের [(১৯৯৮) ৫ এসসিসি ৭৪৯ রায় দিয়েছেঃ

"২৮. ফৌজদারি মামলায় অভিযুক্তকে তলব করা একটি গুরুতর বিষয়। ফৌজদারি আইন অবশ্যই একটি বিষয় হিসাবে চালু করা যায় না। এমন নয় যে অভিযোগকারীকে ফৌজদারি আইন কার্যকর করার জন্য অভিযোগে তার অভিযোগের সমর্থনে মাত্র দু 'জন সাক্ষী আনতে হবে। অভিযুক্তকে তলব করার ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশে অবশ্যই প্রতিফলিত হতে হবে যে তিনি মামলার তথ্য এবং তাতে প্রযোজ্য আইনের প্রতি তার মন প্রয়োগ করেছেন। তাকে অভিযোগে করা অভিযোগের প্রকৃতি এবং তার সমর্থনে মৌখিক ও ডকুমেন্টারি উভয় প্রমাণই পরীক্ষা করতে হবে এবং অভিযোগকারীকে অভিযুক্তের কাছে অভিযোগ ফিরিয়ে আনতে সফল হওয়ার জন্য এটি যথেষ্ট হবে। এমন নয় যে, অভিযুক্তকে তলব করার আগে প্রাথমিক প্রমাণ নথিভুক্ত করার সময় ম্যাজিস্ট্রেট নীরব দর্শক। ম্যাজিস্ট্রেটকে নথিতে আনা প্রমাণগুলি যত্ন সহকারে খতিয়ে দেখতে হবে এবং এমনকি অভিযোগের সত্যতা খুঁজে বের করার জন্য এমনকি নিজেই অভিযোগকারী এবং তার সাক্ষীদের কাছে প্রশ্ন রাখতে পারেন এবং তারপরে পরীক্ষা করতে পারেন যে কোনও অপরাধ প্রাথমিকভাবে সমস্ত বা কোনও অভিযুক্ত দ্বারা সংঘটিত হয়েছে কিনা।"

হাতে থাকা মামলাটি বিদ্বান ম্যাজিস্ট্রেটের বুদ্ধি প্রয়োগ না করার একটি ক্লাসিক দৃষ্টান্ত। বিদ্বান ম্যাজিস্ট্রেট অভিযোগের বিষয়বস্তুও যাচাই করেননি, রেকর্ডে উপলব্ধ উপাদান নথিগুলি একপাশে রেখে দেন। আবেদনকারীদের তলব করার আগে প্রাথমিক প্রমাণ রেকর্ড করার সময় বিদ্বান ম্যাজিস্ট্রেট সত্যই একজন নীরব দর্শক ছিলেন।

১৫. হাইকোর্ট আইনের ৪৮২ ধারার অধীনে আবেদনকারীদের দায়ের করা পিটিশন নিষ্পত্তি করার ক্ষেত্রে একটি প্রকাশ্য ভুল করেছে, এমনকি তার বিবেচনার জন্য তার সামনে রাখা মৌলিক তথ্যগুলিও উল্লেখ না করে। এটি সত্য যে আদালত ফৌজদারি কার্যবিধির ৪৮২ ধারার অধীনে তার এখতিয়ার প্রয়োগ করে অভিযোগের সত্যতা বা অন্যথায় যেতে পারে না এবং রেকর্ডে উপলব্ধ প্রমাণের প্রশংসা করতে পারে না। সাধারণত, হাইকোর্ট প্রাথমিক পর্যায়ে/যখন তদন্ত/তদন্ত মুলতুবি থাকে তখন ফৌজদারি কার্যধারায় হস্তক্ষেপ করবে না। ফৌজদারি কার্যবিধির ৪৮২ ধারার অধীনে তার এখতিয়ার প্রয়োগের ক্ষেত্রে হাইকোর্টের হস্তক্ষেপ কেবল তখনই হতে পারে যেখানে একটি

এই ধরনের হস্তক্ষেপের জন্য স্পষ্ট মামলা তৈরি করা হয়েছে। প্রাথমিক পর্যায়েও হাইকোর্টের বারবার এবং অযাচিত হস্তক্ষেপের ফলে কোনও ফৌজদারি মামলার তদন্তের অগ্রগতিতে বাধা সৃষ্টি হতে পারে যা জনস্বার্থে নাও হতে পারে। তবে একই সাথে হাইকোর্ট তার এখতিয়ার প্রয়োগ করতে অস্বীকার করতে পারে না যদি ন্যায়বিচারের স্বার্থের প্রয়োজন হয় যেখানে এফআইআর বা অভিযোগে করা অভিযোগগুলি এত অযৌক্তিক এবং সহজাতভাবে অসম্ভব হয় যার ভিত্তিতে কোনও নিরপেক্ষ ও জ্ঞাত পর্যবেক্ষক কখনই কার্যধারার জন্য পর্যাপ্ত ভিত্তির অস্তিত্ব সম্পর্কে ন্যায়সঙ্গত এবং যথাযথ সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারে না। এই ধরনের ক্ষেত্রে এক্তিয়ার প্রয়োগ করতে অস্বীকার করার ফলে সমানভাবে অবিচার হতে পারে, বিশেষত সেইসব ক্ষেত্রে যেখানে অভিযোগকারী অভিযোগে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের চাপ প্রয়োগ এবং হয়রানি করার লক্ষ্যে ফৌজদারি আইন চালু করেন। এটি সুপ্রতিষ্ঠিত এবং পুনর্বিবেচনার প্রয়োজন নেই যে ফৌজদারি বিষয়ে হাইকোর্টের অন্তর্নিহিত ক্ষমতা সংরক্ষণের উদ্দেশ্য হল একটি স্বাস্থ্যকর জনসাধারণের উদ্দেশ্য অর্জন করা "যা হল যে আদালতের কার্যক্রমকে হয়রানি বা নিপীড়নের অস্ত্র হিসাবে অবনমিত করার অনুমতি দেওয়া উচিত নয়। যদি এই ধরনের ক্ষমতা স্বীকার না করা হয়, তবে এটি এমনকি অবিচারের দিকেও নিয়ে যেতে পারে।" [দেখুনঃ কর্ণাটক রাজ্য বনাম এল. মুনিস্বামী (১৯৭৭) ২ এসসিসি ৬৯৯)। আমরা সচেতন যে অন্তর্নিহিত ক্ষমতাগুলি হাইকোর্টকে একটি স্বেচ্ছাচারী এখতিয়ার প্রদান করে না "ইচ্ছা বা কৌতুহল অনুযায়ী কাজ করার জন্য। সেই বিধিবদ্ধ ক্ষমতা সংযতভাবে, সতর্কতার সাথে এবং বিরলতম ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে হবে।" [দেখুনঃ কুরুক্ষেত্র বিশ্ববিদ্যালয় বনাম হরিয়ানা রাজ্য (১৯৭৭) ৪ এস. সি. সি ৪৫১]।

১৬. এটি এমন একটি মামলা যেখানে অভিযোগে করা অভিযোগ এবং অভিযোগগুলি আপিলকারী বা তাদের মধ্যে কারুর দ্বারা কোনও অপরাধ সংঘটিত হওয়ার কথা প্রকাশ করে না। তারা কেবল ঋণগ্রহীতা এবং গ্যারান্টারদের কাছ থেকে ব্যাঙ্কের বকেয়া অর্থ আদায় এবং পুনরুদ্ধারের দায়িত্ব পালন করছিল। অভিযোগকারী এবং ঋণগ্রহীতার বিরুদ্ধে প্রতারণা ও অপব্যবহারের অপরাধের জন্য প্রথম আবেদনকারীর দায়ের করা প্রথম তথ্য প্রতিবেদন সহ ব্যাঙ্কের ইতিমধ্যে শুরু করা কার্যধারার পাল্টা বিস্ফোরণ হিসাবে অভিযোগটি দায়ের করা হয়েছে। ঘটনাগুলির ক্রম নিঃসন্দেহে ইঙ্গিত দেয় যে ফৌজদারি কার্যধারা আবেদনকারীদের উপর প্রতিশোধ নেওয়ার একটি অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য নিয়ে এবং ব্যক্তিগত কারণে তাদের উপেক্ষা করার লক্ষ্যে বিদ্বেষপূর্ণভাবে চালু করা হয়েছে

সরকারী কর্মচারীদের তাদের দায়িত্ব পালনে বাধা দেওয়ার জন্য এটি স্পষ্টভাবে করা হয়েছিল। বিদ্বান এস. ডি. জে. এম দ্বারা ফৌজদারি আইনটি কেবল অভিযোগকারীকে তা করতে বলার মাধ্যমে চালু করা হয়েছে। হাইকোর্ট ফৌজদারি কার্যবিধির ৪৮২ ধারার অধীনে তার এখতিয়ার প্রয়োগ করতে অস্বীকার করে তার দায়িত্ব প্রায় পরিত্যাগ করে যদিও মামলাটি তার অধীনস্থ আদালতের দ্বারা প্রক্রিয়াটির অপব্যবহার রোধ করার জন্য তার হস্তক্ষেপের প্রয়োজন ছিল। একটি স্পষ্ট মামলা তৈরি করা হয়েছে যাতে ন্যায়বিচারের লক্ষ্যে আমাদের হস্তক্ষেপের প্রয়োজন হয়।

২৬. বর্তমান মামলাটি একটি ব্যাঙ্ক এবং তার আধিকারিকদের বিরুদ্ধে দায়ের করা হয়েছে।

২৭. স্বীকারযোগ্য যে উভয় পক্ষের মধ্যে একটি চুক্তি রয়েছে এবং ২০১০ সাল থেকে একটি ব্যবসায়িক সম্পর্ক রয়েছে। বর্তমান মামলাটি ২০১৮ সালে নথিভুক্ত করা হয়েছে।

২৮. অভিযোগকারীর সুনির্দিষ্ট মামলাটি হল যে আবেদনকারীরা অভিযোগ করা অপরাধগুলি করেছে, যখন অভিযোগ করা হয়েছে যে তারা ব্যাঙ্কের কাছে রাখা স্থায়ী আমানতকে লিয়েন হিসাবে অপব্যবহার করেছে, কারণ অভিযোগকারী চুক্তির তার অংশটি সম্পাদন করেননি, যার জন্য আবেদনকারীরা বিপরীত পক্ষ নং ২/অভিযোগকারীর আচরণের জন্য ব্যাঙ্কের যে ক্ষতি হয়েছে তা মেটাতে সমস্ত চুক্তি বাতিল করতে বাধ্য হয়েছিল।

২৯. সুপ্রিম কোর্ট এন রাঘবেন্দর বনাম অন্ধ্র প্রদেশ রাজ্য, সিবিআই, ২০১০ সালের ৫ নং ফৌজদারি আপিল, ১৩.১২.২০২১-এ রায় দিয়েছেঃ-

> "৪১. আই. পি. সি-র ৪০৯ ধারা কোনও সরকারি কর্মচারী বা ব্যাংকারের দ্বারা তাঁর উপর অর্পিত সম্পত্তির ক্ষেত্রে ফৌজদারি আস্থাভঙ্গের সঙ্গে সম্পর্কিত। অভিযুক্ত, কোনও সরকারি কর্মচারী বা ব্যাংকারকে প্রমাণ করার দায়িত্ব রাষ্ট্রপক্ষের কে সেই সম্পত্তির দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল যার জন্য তিনি যথাযথভাবে দায়বদ্ধ এবং যা তার আছে

(দেখুনঃ সদুপতি নাগেশ্বর রাও বনাম অন্ধ্রপ্রদেশ রাজ্য, (২০১২) ৮ এস. সি. সি ৫৪৭)।

৪২. আই. পি. সি-র ৪০৯ ধারার অধীনে কোনও অপরাধকে শাস্তিযোগ্য করার জন্য ৪০৫ ধারার অধীনে বর্ণিত পদ্ধতিতে সরকারি সম্পত্তির দায়িত্ব অর্পণ এবং অসৎ অপব্যবহার বা তার ব্যবহার অনিবার্য। আই. পি. সি-র ৪০৫ ধারার অধীনে 'অপরাধমূলক বিশ্বাসঘাতকতা' অভিব্যক্তিটিকে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে, যা অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে প্রদান করে যে, যে কেউ যে কোনও উপায়ে সম্পত্তির উপর বা কোনও সম্পত্তির উপর কর্তৃত্বের দায়িত্বপ্রাপ্ত হয়ে, অসৎভাবে সেই সম্পত্তির অপব্যবহার বা নিজের ব্যবহারের জন্য ধর্মান্তরিত হয়, বা আইনের বিপরীতে সেই সম্পত্তির অসৎ ব্যবহার বা নিষ্পত্তি করে, বা যে পদ্ধতিতে এই ধরনের ট্রাস্ট ছাড়ানো হবে সেই পদ্ধতি নির্ধারণকারী কোনও আইন লঙ্ঘন করে, বা কোনও আইনি চুক্তি লঙ্ঘন করে, প্রকাশ্য বা অন্তর্নিহিত ইত্যাদি। বিশ্বাসের অপরাধমূলক লঙ্ঘন করা হয়েছে বলে ধরা হবে। অতএব, আইপিসি ৪০৫ ধারাটি আকর্ষণ করার জন্য, নিম্নলিখিত উপাদানগুলি অবশ্যই সন্তুষ্ট করতে হবেঃ

(i) যে কোনও ব্যক্তিকে সম্পত্তির উপর বা সম্পত্তির উপর কোনও আধিপত্য অর্পণ করা;

(ii) সেই ব্যক্তি 'অসৎভাবে অপব্যবহার করেছেন বা সেই সম্পত্তি নিজের কাজে রূপান্তরিত করেছেন;

(iii) অথবা সেই ব্যক্তি অসৎভাবে সেই সম্পত্তি ব্যবহার বা নিষ্পত্তি করছেন বা ইচ্ছাকৃতভাবে অন্য কোনও ব্যক্তিকে কষ্ট দিচ্ছেন যাতে আইনের কোনও নির্দেশ বা আইনি চুক্তি লঙ্ঘন করা যায়।

৪৩. এটা মনে রাখা উচিত যে আইপিসি ধারা ৪০৫-এ ব্যবহৃত গুরুত্বপূর্ণ শব্দটি 'অসৎ' এবং তাই এটি পুরুষদের অধিকারের অস্তিত্বকে পূর্ব-অনুমান করে। অন্য কথায়, কোনও অপব্যবহার ছাড়াই কোনও ব্যক্তির উপর অর্পিত সম্পত্তি কেবল ধরে রাখা বিশ্বাসের ফৌজদারি লঙ্ঘনের আওতায় পড়তে পারে না। যদি না আইন বা চুক্তি লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে অভিযুক্তদের দ্বারা কোনও প্রকৃত ব্যবহার না হয়, অসৎ অভিপ্রায়ের সাথে মিলিত না হয়, তবে বিশ্বাসের কোনও ফৌজদারি লঙ্ঘন হয় না। দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য অভিব্যক্তিটি হল 'অপব্যবহার' যার অর্থ নিজের ব্যবহারের জন্য এবং মালিককে বাদ দেওয়ার জন্য অনুপযুক্তভাবে আলাদা করা।

৪৪. আই. পি. সি-র ৪০৫ ধারার অর্থের মধ্যে 'বিশ্বাসের অপরাধমূলক লঙঘনের' দুটি মৌলিক উপাদান শীঘ্রই প্রমাণিত হয় না, এবং যদি এই ধরনের অপরাধমূলক লঙঘন কোনও সরকারি কর্মচারী বা ব্যাংকার, বণিক বা এজেন্ট দ্বারা ঘটে থাকে, তবে বিশ্বাসের অপরাধমূলক লঙঘনের উক্ত অপরাধ আই. পি. সি-র ৪০৯ ধারার অধীনে শাস্তিযোগ্য, যার জন্য এটি প্রমাণ করা অপরিহার্য যেঃ

(i) অভিযুক্তকে অবশ্যই একজন সরকারি কর্মচারী বা ব্যাংকার, বণিক বা প্রতিনিধি হতে হবে;

(ii) তাকে অবশ্যই সম্পত্তির দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে; এবং

(iii) তিনি অবশ্যই এই ধরনের সম্পত্তির ক্ষেত্রে আস্থা ভঙ্গ করেছেন।

৪৫. তদনুসারে, যদি না প্রমাণিত হয় যে অভিযুক্ত, কোনও সরকারি কর্মচারী বা ব্যাংকার ইত্যাদিকে সেই সম্পত্তির 'দায়িত্ব' দেওয়া হয়েছিল যার জন্য তিনি দায়বদ্ধ এবং এই ধরনের ব্যক্তি বিশ্বাসের অপরাধমূলক লঙঘন করেছেন, তবে আইপিসি-র ৪০৯ ধারাটি আকৃষ্ট হতে পারে না। 'সম্পত্তির দায়িত্ব' একটি বিস্তৃত এবং সাধারণ অভিব্যক্তি। যদিও প্রাথমিক দায়িত্বটি রাষ্ট্রপক্ষের উপর নির্ভর করে যে প্রশ্নযুক্ত সম্পত্তি অভিযুক্তকে 'অর্পণ' করা হয়েছিল, তবে সম্পত্তির প্রকৃত দায়িত্ব বা তার অপব্যবহার আরও প্রমাণ করার প্রয়োজন নেই। যেখানে অভিযুক্তের দ্বারা 'প্রত্যর্পণ' স্বীকার করা হয় বা প্রসিকিউশন দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন বোঝা অভিযুক্তের উপর চলে যায় প্রমাণ করার জন্য যে অর্পিত সম্পত্তির সাথে দায়বদ্ধতা আইনত এবং চুক্তিবদ্ধভাবে গ্রহণযোগ্য পদ্ধতিতে সম্পাদিত হয়েছিল।

৩০. বর্তমান মামলার তথ্য ও পরিস্থিতি এবং নথিতে থাকা উপকরণগুলি স্পষ্টভাবে দেখায় যেঃ-

(i) "অসৎ অভিপ্রায়" প্রমাণ করার মতো কোনও উপাদান নেই এবং এইভাবে 'মেনস রিয়া'-র অস্তিত্ব।

(ii) "অর্পিত সম্পত্তির" কোনও "অপব্যবহার" হয়নি কারণ আবেদনকারীরা প্রাথমিকভাবে উভয় পক্ষের মধ্যে চুক্তির শর্তাবলী অনুযায়ী কাজ করেছেন।

(iii) আইন বা চুক্তি লঙ্ঘন করে আবেদনকারীদের দ্বারা বিতর্কিত সম্পত্তির কোনও "ব্যবহার" হয়নি। সুতরাং, কোনও "অপব্যবহার" নেই যার অর্থ নিজের ব্যবহারের জন্য অনুপযুক্তভাবে আলাদা করা এবং মালিককে (বিপরীত পক্ষ) বাদ দেওয়া, (এন রাঘবেন্দর বনাম অন্ধ্র প্রদেশ রাজ্য (সুপ্রা))।

(iv) আবেদনকারীদের দ্বারা সম্পত্তির কোনও 'প্রকৃত ব্যবহার' হয়নি এবং কোনও অসৎ উদ্দেশ্য নেই এবং তাই কোনও অপব্যবহার হয়নি।

(v) এইভাবে আইপিসি-র ৪০৫ ধারার অর্থের মধ্যে 'বিশ্বাসের অপরাধমূলক লঙ্ঘনের' দুটি মৌলিক উপাদান বর্তমান মামলায় প্রমাণিত হয়নি (এন রাঘবেন্দর বনাম অন্ধ্র প্রদেশ রাজ্য (সুপ্রা))।

৩১. সুতরাং বিশ্বাসের ফৌজদারি লঙ্ঘনের অপরাধ গঠনের জন্য প্রয়োজনীয় উপাদানগুলি অনুপস্থিত (রেকর্ডে কোনও উপাদান নেই)।

৩২. তদনুসারে আবেদনকারীর বিরুদ্ধে আইপিসি-র ৪০৯ ধারার অধীনে অপরাধ করার জন্য কোনও প্রাথমিক মামলা নেই এবং ফলস্বরূপ আইপিসি-র ৪১৮/৪২০/৪৬৭ ৪৭১/১২০ বি ধারার অধীনে অভিযুক্ত অপরাধের জন্য কোনও উপাদানও আবেদনকারীদের বিরুদ্ধে প্রাথমিকভাবে উপস্থিত নেই এবং -এর বিরুদ্ধে কার্যধারা চালিয়ে যাওয়ার অনুমতি দেয় আবেদনকারী আইন/আদালতের প্রক্রিয়ার অপব্যবহার হবে।

৩৩. নথিভুক্ত তথ্য এবং উপকরণ থেকে এটাও প্রতীয়মান হয় যে, উভয় পক্ষের মধ্যে বিরোধ দেওয়ানি/বাণিজ্যিক প্রকৃতির।

৩৪. আর নাগেন্দ্র যাদব বনাম তেলেঙ্গানা রাজ্য মামলায় সুপ্রিম কোর্ট ২০২২ সালের ১৫ই ডিসেম্বর ফৌজদারি আপিল নং ২২৯০-এ রায় দেয়ঃ -

> "১৭. ফৌজদারি দণ্ডবিধির ৪৮২ ধারার অধীনে তার এখতিয়ার প্রয়োগ করার সময়, হাইকোর্টকে সচেতন থাকতে হবে যে এই ক্ষমতাটি সংযতভাবে প্রয়োগ করতে হবে এবং শুধুমাত্র আদালতের প্রক্রিয়ার অপব্যবহার রোধ করার উদ্দেশ্যে বা অন্যথায় ন্যায়বিচারের উদ্দেশ্যে সুরক্ষিত করার উদ্দেশ্যে। কোনও অভিযোগ ফৌজদারি অপরাধ প্রকাশ করে কি না, তা তার অধীনে অভিযুক্ত আইনের প্রকৃতির উপর নির্ভর করে। ফৌজদারি অপরাধের প্রয়োজনীয় উপাদানগুলি উপস্থিত আছে কি না, তা হাইকোর্ট দ্বারা বিচার করতে হবে। দেওয়ানি লেনদেন প্রকাশ করে এমন অভিযোগের ফৌজদারি গঠনও থাকতে পারে। কিন্তু হাইকোর্টকে অবশ্যই দেখতে হবে যে দেওয়ানি প্রকৃতির বিরোধটিকে ফৌজদারি অপরাধের ছদ্মবেশ দেওয়া হয়েছে কিনা। এমন পরিস্থিতিতে, যদি দেওয়ানি প্রতিকার পাওয়া যায় এবং বাস্তবে গৃহীত হয়, যেমনটি হাতে থাকা মামলায় ঘটেছে, হাইকোর্টের উচিত ছিল আদালতের প্রক্রিয়ার অপব্যবহার রোধ করার জন্য ফৌজদারি কার্যধারা বাতিল করা।

৩৫. সুপ্রিম কোর্ট দীপক গাবা এবং ওআরএস বনাম উত্তর প্রদেশ রাজ্য এবং আনআর, ফৌজদারি আপিল নং ২৩২৮,২০২২,২২ জানুয়ারী, ২০২৩ তারিখে রায় দিয়েছেঃ-

> "২১. অতএব, আমাদের অভিমত হল যে, অভিযোগপত্রে করা দাবি এবং ২ নং প্রত্যর্থীর নেতৃত্বে সমন-পূর্ব প্রমাণ-অভিযোগকারী আইপিসির ৪০৫,৪২০ এবং ৪৭১ ধারার অধীনে নির্ধারিত শাস্তিমূলক দায়বদ্ধতার শর্ত এবং ঘটনা প্রতিষ্ঠা করতে ব্যর্থ হয়েছে, কারণ অভিযোগগুলি চুক্তিগত বাধ্যবাধকতা লঙ্ঘনের সাথে সম্পর্কিত। লক্ষণীয়ভাবে, এই আদালত বেশ কয়েকটি ক্ষেত্রে, পক্ষগুলির দ্বারা ফৌজদারি আদালতের এখতিয়ার আহ্বান করার প্রচেষ্টা লক্ষ্য করেছে, অভিযোগগুলি ছদ্মবেশিত করে বিরক্তিকর ফৌজদারি অভিযোগ দায়ের করে যা আপাতদৃষ্টিতে অপমানজনক বা খাঁটি দেওয়ানি দাবি ছিল। এই প্রচেষ্টাগুলি নয়

বিনোদন দেওয়া হয় এবং দ্বারপ্রান্তে বরখাস্ত করা উচিত। প্রলিক্সিটি এড়ানোর জন্য, আমরা কেবল থার্মাক্স লিমিটেড এবং অন্যান্য বনাম কে. এম. জনি (২০১১) ১৩ এস. সি. সি ৪১২-এ এই আদালতের রায়টি উল্লেখ করতে চাই, কারণ এটি পূর্ববর্তী মামলার আইনগুলিকে প্রচুর বিশদে উল্লেখ করে। থার্মাক্স লিমিটেড এবং অন্যান্য (সুপ্রা)-তে, এটি নির্দেশ করা হয়েছিল যে আদালতকে দেওয়ানি এবং ফৌজদারি ভুলের মধ্যে পার্থক্য সম্পর্কে সতর্ক থাকতে হবে, যদিও এমন পরিস্থিতি থাকতে পারে যেখানে অভিযোগগুলি দেওয়ানি এবং ফৌজদারি উভয় ভুল গঠন করতে পারে। আদালতকে সতর্কতার সাথে তথ্যগুলি পরীক্ষা করে দেখতে হবে যে সেগুলি কেবল দেওয়ানি ভুল গঠন করে কিনা, কারণ ফৌজদারি ভুলের উপাদানগুলি অনুপস্থিত। ম্যাজিস্ট্রেটের দ্বারা উক্ত দিকগুলির একটি সচেতন প্রয়োগ প্রয়োজন, কারণ সমন জারি করার আদেশের ফলে ফৌজদারি কার্যধারা চালু হওয়ার গুরুতর পরিণতি রয়েছে। যদিও অভিযুক্তদের কাছে প্রক্রিয়া জারি করার পর্যায়ে ম্যাজিস্ট্রেটকে বিস্তারিত কারণ নথিভুক্ত করার প্রয়োজন হয় না, তবে ফৌজদারি কার্যধারা চালু করার জন্য রেকর্ডে পর্যাপ্ত প্রমাণ থাকা উচিত। কোডের ধারা ২০৪-এর প্রয়োজনীয়তা হল যে ম্যাজিস্ট্রেটকে রেকর্ডে আনা প্রমাণগুলি যত্ন সহকারে পরীক্ষা করা উচিত। এমনকি অভিযোগের সত্যতা খুঁজে বের করার জন্য কোডের ধারা ২০০-এর অধীনে পরীক্ষা করার সময় তিনি অভিযোগকারী এবং তার সাক্ষীদের কাছে প্রশ্নও রাখতে পারেন। বিচারের জন্য অভিযুক্তকে তলব করার যথেষ্ট কারণ রয়েছে বলে সন্তুষ্ট হওয়ার পরেই সমন জারি করা উচিত। অভিযোগকারী যখন অপরাধটি প্রকাশ করবেন তখন সমন জারি করার আদেশ জারি করতে হবে এবং যখন এমন কোনও উপাদান থাকে যা অপরাধের প্রয়োজনীয় উপাদানগুলিকে সমর্থন করে এবং গঠন করে। এটি হালকাভাবে বা অবশ্যই একটি বিষয় হিসাবে পাস করা উচিত নয়। যখন অভিযুক্ত আইন লঙ্ঘন স্পষ্টভাবে বিতর্কিত এবং সন্দেহজনক হয়, হয় তথ্যের অভাব এবং স্বচ্ছতার অভাবের কারণে, অথবা তথ্যের ক্ষেত্রে আইন প্রয়োগের কারণে, ম্যাজিস্ট্রেটকে অবশ্যই অস্পষ্টতার ব্যাখ্যা নিশ্চিত করতে হবে। আইনী বিধানগুলির প্রশংসা না করে এবং তথ্যগুলিতে তাদের প্রয়োগের ফলে কোনও নির্দোষকে প্রসিকিউশন/বিচারে দাঁড়ানোর জন্য তলব করা হতে পারে। আর্থিক ক্ষতি, সময়ের ত্যাগ এবং প্রতিরক্ষা প্রস্তুত করার প্রচেষ্টার পাশাপাশি মামলা দায়ের করা এবং অভিযুক্তকে বিচারের জন্য তলব করা সমাজে অপমান ও অসম্মান সৃষ্টি করে। এর ফলে অনিশ্চিত সময়ের উদ্বেগ দেখা দেয়।

২৪. আমাদের এটাও লক্ষ্য করতে হবে যে, হাইকোর্ট, আইনের ৪৮২ ধারার অধীনে দায়ের করা আবেদন খারিজ করার সময়, যথাযথ নোটিশ নিতে ব্যর্থ হয়েছে যে ফৌজদারি কার্যধারা শুরু করার অনুমতি দেওয়া উচিত নয় যখন এটি প্রকাশ পায় যে এই কার্যধারাটি ব্যক্তিগত বা ব্যক্তিগত বিদ্বেষের কারণে বিপরীত পক্ষকে সত্ত্বেও করার উদ্দেশ্যে প্রতিশোধ নেওয়ার উদ্দেশ্য নিয়ে শুরু করা হয়েছে। অভিযোগের অভিযোগ এবং রেকর্ডে থাকা প্রাক-সমন প্রমাণ, যখন মুখের মূল্যে নেওয়া হয় এবং সম্পূর্ণরূপে গৃহীত হয়, তখন অভিযুক্ত অপরাধ গঠন করে না। আদালতের অন্তর্নিহিত ক্ষমতা এই ধরনের পরিস্থিতিতে প্রয়োগ করা উচিত। যখন অভিযোগের অভিযোগগুলি এতটাই অযৌক্তিক বা সহজাতভাবে অসঙ্গত হয়, যার ভিত্তিতে কোনও বিচক্ষণ ব্যক্তি কখনও এই যুক্তিসঙ্গত সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারে না যে অভিযুক্তের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য যথেষ্ট ভুল রয়েছে, তখন সমন জারি করা উচিত নয়।"

৩৬. রমেশ চন্দ্র গুপ্ত বনাম উত্তর প্রদেশ রাজ্য এবং অন্যান্য., ২০২২ লাইভ লয় (এসসি) ৯৯৩, ২০২২-এর ফৌজদারি আপিল নম্বর (গুলি) (২০২২-এর এস.এল.পি. (ফৌজদারি) নম্বর ৩৯ থেকে উদ্ভূত), সুপ্রিম আদালত অনুষ্ঠিত:-

১৫. বিনীত কুমার এবং অন্যান্য বনাম উত্তরপ্রদেশ রাজ্য মামলায় ফৌজদারি কার্যধারা বাতিল করার জন্য ফৌজদারি দণ্ডবিধির ৪৮২ ধারার অধীনে হাইকোর্টের ক্ষমতার পরিধি এবং পরিধি বিবেচনা করার জন্য এই আদালতের একটি সুযোগ রয়েছে এবং আরেকটি, (২০১৭) ১৩ এস. সি. সি ৩৬৯ ৩১শে মার্চ, ২০১৭-এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। উপরের রায়ের ২২,২৩ এবং ৪১ অনুচ্ছেদে উল্লেখ করা দরকারী হতে পারে যেখানে নিম্নলিখিতগুলি বলা হয়েছিল।

২২. বর্তমান মামলার তথ্যে প্রবেশ করার আগে হাইকোর্টে অর্পিত ৪৮২ ধারার অধীনে বিচারব্যবস্থার পরিধি এবং পরিধি বিবেচনা করা প্রয়োজন। ৪৮২ ধারার অধীনে হাইকোর্টের এই কোডের অধীনে যেকোনো আদেশ কার্যকর করার জন্য, অথবা যেকোনো আদালতের প্রক্রিয়ার অপব্যবহার রোধ করার জন্য বা ন্যায়বিচারের লক্ষ্য নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় আদেশ দেওয়ার অন্তর্নিহিত ক্ষমতা সংরক্ষণ করে।

২৩. এই আদালত বার বার ফৌজদারি দণ্ডবিধির ৪৮২ ধারার অধীনে হাইকোর্টের এখতিয়ারের পরিধি পরীক্ষা করেছে এবং বেশ কয়েকটি নীতি নির্ধারণ করেছে যা ফৌজদারি দণ্ডবিধির ৪৮২ ধারার অধীনে হাইকোর্টের এক্তিয়ারের প্রয়োগকে পরিচালনা করে। কর্ণাটক রাজ্য বনাম এল মুনিস্বামী (১৯৭৭) ২ এসসিসি ৬৯৯-এ এই আদালতের তিন বিচারপতির বেঞ্চ বলেছিল যে হাইকোর্টের কোনও কার্যধারা বাতিল করার অধিকার রয়েছে যদি এই সিদ্ধান্তে আসে যে কার্যধারা চালিয়ে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া আদালতের প্রক্রিয়ার অপব্যবহার হবে বা ন্যায়বিচারের উদ্দেশ্যে কার্যধারা বাতিল করা উচিত। রায়ের ৭ নং অনুচ্ছেদে নিম্নলিখিতটি বলা হয়েছেঃ

> '৭. .....এই পূর্ণাঙ্গ ক্ষমতা প্রয়োগের ক্ষেত্রে, হাইকোর্ট একটি কার্যধারা বাতিল করার অধিকারী যদি এই সিদ্ধান্তে আসে যে কার্যধারা চালিয়ে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া আদালতের প্রক্রিয়ার অপব্যবহার হবে বা ন্যায়বিচারের উদ্দেশ্যে কার্যধারা বাতিল করা প্রয়োজন। আইন ও ফৌজদারি উভয় ক্ষেত্রেই হাইকোর্টের অন্তর্নিহিত ক্ষমতা সংরক্ষণ করা একটি স্বাস্থ্যকর জনসাধারণের উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য তৈরি করা হয়েছে যা হল আদালতের কার্যধারাকে হয়রানি বা নিপীড়নের অস্ত্র হিসাবে অবনমিত করার অনুমতি দেওয়া উচিত নয়। একটি ফৌজদারি মামলায়, একটি পঙ্গু বিচারের পিছনে আবৃত উদ্দেশ্য, যে উপাদানের উপর রাষ্ট্রপক্ষের কাঠামো নির্ভর করে তার প্রকৃতি এবং এই জাতীয় বিষয়গুলি ন্যায়বিচারের স্বার্থে কার্যধারা বাতিল করার ক্ষেত্রে হাইকোর্টকে ন্যায়সঙ্গত করবে। ন্যায়বিচারের উদ্দেশ্য নিছক আইনের উদ্দেশ্যের চেয়ে বেশি যদিও আইনসভা দ্বারা তৈরি আইন অনুসারে ন্যায়বিচার পরিচালনা করতে হয়। এই পর্যবেক্ষণগুলি করার জন্য বাধ্যতামূলক প্রয়োজনীয়তা হল যে, রাষ্ট্র এবং তার প্রজাদের মধ্যে ন্যায়বিচার করার জন্য হাইকোর্টের অন্তর্নিহিত ক্ষমতা সংরক্ষণের লক্ষ্যে যে বিধানটি প্রণীত হয়েছে তার উদ্দেশ্য এবং উদ্দেশ্য সঠিকভাবে উপলব্ধি না করা হলে, 'ঐ গুরুত্বপূর্ণ এখতিয়ারের প্রস্থ এবং রূপরেখা উপলব্ধি করা অসম্ভব হবে।'

৪১. ফৌজদারি দণ্ডবিধির ৪৮২ ধারার অধীনে হাইকোর্টকে প্রদত্ত অন্তর্নিহিত ক্ষমতা ন্যায়বিচারের অগ্রগতির উদ্দেশ্য এবং উদ্দেশ্য নিয়ে দেওয়া হয়েছে। যদি কোনও ব্যক্তির দ্বারা কোনও পরোক্ষ উদ্দেশ্য নিয়ে আদালতের গুরুতর প্রক্রিয়ার অপব্যবহার করার চেষ্টা করা হয়, তবে আদালতকে একেবারে দ্বারপ্রান্তে এই প্রচেষ্টাটি ব্যর্থ করতে হবে। আদালত যদি মামলাটি হরিয়ানা রাজ্য বনাম ভজন লাল ১৯৯২ সম্পূরক (১) এস. সি. সি ৩৩৫-এ এই আদালত দ্বারা দৃষ্টান্তমূলকভাবে বর্ণিত কোনও বিভাগে পড়ে তবে মামলা চালানোর অনুমতি দিতে পারে না। বিচারিক প্রক্রিয়া একটি গুরুতর কার্যধারা যা অপারেশন বা হয়রানির উপকরণ হিসাবে রূপান্তরিত করার অনুমতি দেওয়া যায় না। যখন কোনও ফৌজদারি কার্যধারাকে স্পষ্টভাবে দুর্বোধ্যতার সাথে দেখা হয় এবং কোনও উদ্দেশ্য নিয়ে বিদ্বেষপূর্ণভাবে কার্যধারা চালু করা হয়, তখন হাইকোর্ট হরিয়ানা রাজ্য বনাম ভজন লাল ১৯৯২ সম্পূরক (১) এস. সি. সি ৩৩৫-এ বর্ণিত ৭ম বিভাগের অধীনে কার্যধারা বাতিল করার জন্য ফৌজদারি দণ্ডবিধির ৪৮২ ধারার অধীনে তার এখতিয়ার প্রয়োগ করতে দ্বিধা করবে না, যা নিম্নরূপঃ

> '১০২. (৭) যেখানে কোনও ফৌজদারি কার্যধারায় স্পষ্টতই দুর্বোধ্যতার সাথে উপস্থিত করা হয় এবং/অথবা যেখানে অভিযুক্তের উপর প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য এবং ব্যক্তিগত ও ব্যক্তিগত বিদ্বেষের কারণে তাকে উপেক্ষা করার উদ্দেশ্যে বিদ্বেষপূর্ণভাবে কার্যধারা চালু করা হয়।'

উপরের ৭ নম্বর বিভাগটি বর্তমান মামলার তথ্যের প্রতি স্পষ্টভাবে আকৃষ্ট। যদিও, হাইকোর্ট হরিয়ানা রাজ্যের রায়টি নোট করেছে। ভজন লাল ১৯৯২ সাপোর্ট (১) এস. সি. সি ৩৩৫ কিন্তু বর্তমান মামলার প্রাসঙ্গিক তথ্যের বিজ্ঞাপন দেয়নি, যে উপাদানগুলির উপর আইও দ্বারা চূড়ান্ত প্রতিবেদন জমা দেওয়া হয়েছিল। অতএব, আমরা সম্পূর্ণরূপে সন্তুষ্ট যে বর্তমান মামলাটি এমন একটি উপযুক্ত মামলা যেখানে হাইকোর্টের ৪৮২ ধারার অধীনে তার এখতিয়ার প্রয়োগ করা উচিত ছিল এবং ফৌজদারি কার্যধারা বাতিল করা উচিত ছিল।

১৬. সংবিধানের ২২৬ অনুচ্ছেদের অধীনে অতিরিক্ত-সাধারণ ক্ষমতা প্রয়োগ বা ফৌজদারি দণ্ডবিধির ৪৮২ ধারার অধীনে অন্তর্নিহিত ক্ষমতা সম্পর্কিত বিষয়ে আইনের ব্যাখ্যা সুপ্রতিষ্ঠিত এবং সম্ভাব্য পরিমাণে, এই আদালত পর্যাপ্ত দিকনির্দেশনাগুলি সংজ্ঞায়িত করেছে, যাতে এই ধরনের ক্ষমতার প্রয়োগ করা উচিত এমন অগণিত ধরণের মামলার একটি সম্পূর্ণ তালিকা দেওয়া যায়। এই আদালত হরিয়ানা রাজ্যে ১০২ অনুচ্ছেদে এবং অন্যান্য বনাম ভজন লাল এবং অন্যান্য, ১৯৯২ সম্পূরক। (১) ৩৩৫ অনুচ্ছেদে বলেছেঃ

> "১০২. চতুর্দশ অধ্যায়ের অধীনে সংবিধির বিভিন্ন প্রাসঙ্গিক বিধানের ব্যাখ্যার প্রেক্ষাপটে এবং ২২৬ অনুচ্ছেদের অধীনে অসাধারণ ক্ষমতা প্রয়োগ বা সংবিধির ৪৮২ ধারার অধীনে অন্তর্নিহিত ক্ষমতা প্রয়োগ সম্পর্কিত একাধিক সিদ্ধান্তে এই আদালত কর্তৃক বর্ণিত আইনের নীতিগুলির প্রেক্ষাপটে আমরা দৃষ্টান্তের মাধ্যমে নিম্নলিখিত বিভাগগুলির মামলাগুলি দিচ্ছি যেখানে কোনও আদালতের প্রক্রিয়ার অপব্যবহার রোধ করতে বা ন্যায়বিচারের উদ্দেশ্যগুলি সুরক্ষিত করার জন্য এই ধরনের ক্ষমতা প্রয়োগ করা যেতে পারে, যদিও কোনও সুনির্দিষ্ট, স্পষ্টভাবে সংজ্ঞায়িত এবং পর্যাপ্তভাবে পরিচালিত এবং অনমনীয় নির্দেশিকা বা কঠোর সূত্র নির্ধারণ করা সম্ভব নাও হতে পারে এবং অসংখ্য ধরণের মামলার একটি সম্পূর্ণ তালিকা দেওয়া যেতে পারে যেখানে এই ধরনের ক্ষমতা প্রয়োগ করা উচিত।
>
> > (১) যেখানে প্রাথমিক তথ্য প্রতিবেদন বা অভিযোগে করা অভিযোগগুলি, এমনকি সেগুলি তাদের মুখের মূল্যে নেওয়া হলেও এবং সেগুলি সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করা হলেও, প্রাথমিকভাবে কোনও অপরাধ গঠন করে না বা অভিযুক্তের বিরুদ্ধে মামলা গঠন করে না।
> >
> > (২) যেখানে প্রথম তথ্য প্রতিবেদনের অভিযোগ এবং এফআইআরের সঙ্গে যুক্ত অন্যান্য উপকরণ, যদি থাকে, একটি আমলযোগ্য অপরাধ প্রকাশ করে না, সেখানে ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশ ব্যতীত কোডের ১৫৬ (১) ধারার অধীনে পুলিশ কর্মকর্তাদের দ্বারা তদন্তের ন্যায্যতা প্রদান করে,

কোডের ১৫৫ (২) ধারার আওতায়।

(৩) যেখানে এফআইআর বা অভিযোগে করা অনিয়ন্ত্রিত অভিযোগ এবং তার সমর্থনে সংগৃহীত প্রমাণ কোনও অপরাধের কথা প্রকাশ করে না এবং অভিযুক্তের বিরুদ্ধে মামলা তৈরি করে।

(৪) যেখানে, এফ. আই. আর-এর অভিযোগগুলি একটি আমলযোগ্য অপরাধ গঠন করে না কিন্তু শুধুমাত্র একটি অ-বিচারযোগ্য অপরাধ গঠন করে, সেখানে কোডের ১৫৫ (২) ধারার অধীনে বিবেচিত ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশ ছাড়া কোনও পুলিশ অফিসার দ্বারা তদন্তের অনুমতি দেওয়া হয় না।

(৫) যেখানে এফআইআর বা অভিযোগে করা অভিযোগগুলি এতটাই অযৌক্তিক এবং _ সহজাতভাবে অসম্ভব যে যার ভিত্তিতে কোনও বিচক্ষণ ব্যক্তি কখনও ন্যায়সঙ্গত উপসংহারে পৌঁছতে পারে না যে অভিযুক্তের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য পর্যাপ্ত ভিত্তি রয়েছে।

(৬) যেখানে সংবিধির বা সংশ্লিষ্ট আইনের (যার অধীনে ফৌজদারি কার্যধারা চালু করা হয়েছে) যে কোনও বিধানে প্রতিষ্ঠানটির উপর সুস্পষ্ট আইনি বাধা রয়েছে এবং কার্যধারা অব্যাহত রয়েছে এবং/অথবা যেখানে সংবিধিতে বা সংশ্লিষ্ট আইনে কোনও নির্দিষ্ট বিধান রয়েছে, যা ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষের অভিযোগের কার্যকর প্রতিকার প্রদান করে।

(৭) যেখানে কোনও ফৌজদারি কার্যধারাকে স্পষ্টভাবে দুর্বোধ্যতার সাথে দেখা হয় এবং/অথবা যেখানে অভিযুক্তের উপর প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য এবং ব্যক্তিগত ও ব্যক্তিগত বিদ্বেষের কারণে তাকে উপেক্ষা করার লক্ষ্যে বিদ্বেষপূর্ণভাবে কার্যধারাটি চালু করা হয়।

১৭. নীহারিতকা ইনফ্রাস্ট্রাকচার প্রাইভেট লিমিটেড বনাম মহারাষ্ট্র রাজ্য ও অন্যান্য, ২০২১ এস. সি. সি অনলাইন এস. সি. ৩১৫ মামলায় এই আদালতের সাম্প্রতিক রায়ে এই আদালত কর্তৃক গৃহীত নীতিগুলি ধারাবাহিকভাবে অনুসরণ করা হয়েছে।

৩৭. এইভাবে বর্তমান মামলাটি স্পষ্টভাবে রাজ্যের নির্দেশিকা দ্বারা আচ্ছাদিত হরিয়ানা বনাম ভজনলাল (সুপ্রা) (অনুচ্ছেদ ১০২)।

৩৮. বর্তমান ক্ষেত্রে, অভিযুক্ত ফৌজদারি অপরাধের প্রয়োজনীয় উপাদানগুলি উপস্থিত নেই। অভিযোগ এবং রেকর্ডের উপকরণগুলি মূলত দেওয়ানি প্রকৃতির বিরোধ এবং এইভাবে কার্যধারা বাতিল হওয়ার যোগ্য।

৩৯. অভিযুক্ত অপরাধগুলি ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪০৯/৪১৮/৪২০ ৪৬৭/৪৭১/১২০ বি ধারার অধীনে রয়েছে। অভিযুক্ত অপরাধগুলি গঠন করার জন্য প্রয়োজনীয় উপাদানগুলির কোনওটিই আবেদনকারীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়, যারা সকলেই তাদের সরকারী ক্ষমতায় আইন অনুসারে কাজ করেছে। পক্ষগুলির মধ্যে একটি চুক্তির ভিত্তিতে।

৪০. যদি কোনও ব্যাঙ্ক/প্রতিষ্ঠানের অনুমোদিত আধিকারিকদের আইন অনুযায়ী কাজ করার জন্য ফৌজদারি অভিযোগের মুখোমুখি হতে হয়, তবে এটি স্পষ্টতই আইন প্রক্রিয়ার অপব্যবহার এবং ন্যায়বিচারের স্বার্থে এই ধরনের কার্যক্রম চালিয়ে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া উচিত নয়।

৪১. তদনুসারে, ২০২০ সালের সংশোধিত আবেদনটি সিআরআর ৯৬৪ অনুমোদিত।

৪২. ভারতীয় দণ্ডবিধির ধারা ৪০৯/৪১৮/৪২০/৪৬৭/৪৭১/১২০বি এর অধীনে কলকাতার ৮ম আদালতের বিজ্ঞ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে বিচারাধীন অভিযোগ মামলা নং সিএস-১০৫৭৬৫/২০১৮ এর কার্যক্রম এবং তাতে প্রদত্ত সমস্ত আদেশ এতদ্বারা বাতিল করা হল।

৪৩. সমস্ত সংযুক্ত আবেদন এতদ্বারা বাতিল করা হয়েছে।

৪৪. অন্তর্বর্তীকালীন আদেশ, যদি থাকে, বাতিল বলে গণ্য হবে। অন্তর্বর্তীকালীন আদেশ, যদি থাকে, বাতিল বলে গণ্য হবে।

৪৫. এই রায়ের অনুলিপি প্রয়োজনীয় সম্মতির জন্য বিজ্ঞ বিচার আদালতে পাঠানো হবে।

৪৬. এই রায়ের জরুরী প্রত্যয়িত ওয়েবসাইট কপি, আবেদন করা হলে, সমস্ত প্রয়োজনীয় আইনি আনুষ্ঠানিকতা মেনে দ্রুত সরবরাহ করা হবে।

(বিচারপতি, শম্পা দত্ত (পল))

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

/ Upama Ganguly